© Modondeb
www.nilnirjon.com

[এই গল্পে এক কুৎসিৎ ধরনের ভাষার mix প্রয়োগ করা হয়েছে চরিত্রের কদর্য অবস্থা আরো পরিস্ফুট করে তোলার জন্য.... আনেকেই এ জন্য বিরক্ত হতে পারেন... তাদেরকে সরি বলে নিচ্ছি, যারা pure fun এর জন্য অপেক্ষা করছেন তাদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী]

# চামেলীর দীর্ঘতম রাত্রি

মদনদেব

প্রারম্ভিকা

৭১ সালে উনি অনেক বিধর্মী নাপাক আওরতকে নিজের সুন্নত করা শিশ্নের মরতবা বুঝানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাগীগুলান বুজবার চাইতো না। শুধু উনারে ভয় দেখাইতো বলতো ভগবান না ক্যাডা আছে হে নাকি উনারে উচিৎ শিক্ষা দিব। রাস্তায় থুতু ফেললেন লেদু মিয়া (৭১ রে ওনার নাম আছিলো লুদা রাজাকার)। কোনো *চ্যডেও ওনারে উচিৎ শিক্ষা দিবার পারে নাই, বরং উনি নিজেই সবাইরে শিক্ষা দেতেছেন এবং আরো দেবেন। জেই পাক ওয়াতানের খোয়াব উনি দ্যখেন তাহা অবশ্যই হাসিল করিয়া ছারিবেন। পতাকাতে কিছু চান তারা বসাইবেন। আর ওই মাগীগুলা .. উনি একবার চক্ষু বন্ধ করিয়া আধুনিক ঢাকাইয়া রমনীদের কথা ভাবিলেন.... তারপর উহাদের কি করা হইবে তাহাও ভাবিলেন। শয়তানী হাসিতে তাহার পান খাওয়া লাল ঠোঁট প্রসারিত হইয়া গ্যলো। উনি সেই সংস্কৃতিমনা মাগীগুলার কথাও ভাবিলেন, জেইগুলা পহেলা বৈশাখ না কোন বালছালে রাস্তায় আসিয়া ঢলাঢলি করে। লুদা মিয়ার গায়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিলো। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য এইগুলান হইলো হিন্দুয়ানী নাম। এই সব নিয়া মাতামাতি করিয়া এই খচ্চরের জাত কি হাসিল করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এক লেখক খুব লিখিয়াছিলো তাহাদের মাদ্রাসার জিহাদি কাজকর্ম নিয়া, হিন্দু রমনীদের অঙ্গের গন্ধের প্রতি তাহাদের আকর্ষন নিয়া, তাহাদের গেলমান সংক্রান্ত দুর্বলতা নিয়া – তাহাকে চিরতরে থামাইয়া দেয়া হইছে...এখন সবাই সব ভুলিয়া গিয়াছে। এই জাত ভুলিতে পারে খুব তারাতারি, ইহাই তাহাদের শক্তির উৎস!

———————————————চামেলীর চালাকী———————————————

খালুজান- কাজের মেয়েটা ডাক দিয়ে তার মনোযোগ নষ্ট করে দিলো।

লুদা মিয়া ওর দিকে তাকালেন না বলে বলা ভালো ওর উচু হয়ে ওঠা বুকের দিকে তাকালেন।

এই মালাউন মেয়েগুলা এতো ভালো বুক জে ক্যমনে পায়- আবারো চিন্তা করতে লাগলেন।

নে তেল মালিশ কর- খেকিয়ে উঠলো লুদা।

চামেলী নামের যে মেয়েটা তেল মালিশ করতে লাগলো লুদার পায়ে সে এই কাজটা খুবই ঘৃনার সাথে করছিলো। কিন্তু খালাম্মা (লুদা মিয়ার গাভীন সাইজের বউ) বারবার ওরে এই কাজে পাঠায়।

www.NILNIRJON.com

© Modondeb
www.nilnirjon.com

নদীতে ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ীর কথা আর ছোটো ভাইটার কথা ভেবে মেয়েটা দীঘ্রশ্বাস ফেললো। বাড়ীতে সে কখনই যেতে পারবে না- বাড়ীই এখণ পদ্মার বুকে.. যাবে কোথায়?

কি রে কি চিন্তা করস- খেকিয়ে উঠলো লুদা মিয়া।

চামেলী আবার মন দিয়ে মালিশ করতে লাগলো।

এক জায়গায় কত ঘষবি, উপরে ওঠ ছেমরি - খেকিয়ে উঠলো লুদা মিয়া।

চামেলী জানে লুদা মিয়ার মতলব, সে কোনো এক ছুতায় এখন সরে যাবে .. কিন্তু কয়দিন এভাবে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে জানে না। বেগম সাহেবাকে সে বিচার দিছিলো কিন্তু মহিলা অরে বকাবকি কইরা গুষ্ঠি উদ্ধার করলো.. কইলো এইগুলান নাকি অর খাইষ্টা মনের খেয়াল। চামেলী ইচ্ছা করে তেলের বাটি ফেলে দিলো- লুদা মিয়া কুত্তার মতই খ্যক করে উঠলো। চামেলী তবুও বাচলো... ভেতরে চলে গেলো ঘরমোছার ন্যকড়া নিয়া আসার জন্য।

———

{{{{*চ্যড= বাংলাদেশের আন্চলিক গালি, সম্ভবত যৌনাঙ্গ বুঝাতে বাবহৃত হয়!}}}}

——————————গন্ডগোলের বছর——————————

লুদা মিয়া মেজাজ খারাপ কইরা ভিতরে গ্যলো। ওনার বড় ওলান ওলা গাভীর লাহান বৌ ডা আইসা গজগজ করতে লাগলো।

ওই ছেমরির জাত খারাপ- ভালো মতন কোনো কাম জদি পারে!

লুদা মিয়া বৌ য়ের কথা কখনই মন দিয়া শোনে না। বুরি মাগী চিল্লাইতে চিল্লাইতে আফনেই থাইম্মা জাইবো। সে আবারো চামেলীকে ডাকলো গোসলের পানি দেয়ার জইন্য। আইজকা খুবই ফ্রেশ হইয়া জাইতে হইবো- মজলিশে শুরার বৈঠক আছে।

লুদা মিয়া তার বউরে নিয়া ভাঙচুর করে অনেক কিছু বানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই ছামার ভিতরে আর কোনো মধু তিনি খুইজ্জা পান না, এখন তাহার ভরসা বিদেশ ভ্রমন আর দেশি কামের মেয়েগুলান, জেইটা তার বিবি কয়দিন পরপর বদলায়, তার দুষ্টামী(!) র চোটে। শেষ মাইয়াটার তো প্যট হইয়া গেছিলো.. অনেক কষ্টে ওইটা সামাল দেয়া গেছিলো। সে নিজের জন্য দারোয়ান, মালী এইগুলারে রাখছে। একবার উনি দ্যশের পেরছিডেন্ট হউক... বারি ভরা দারোয়ান থাকবো-- ভাইবা বুরি গাভী হাসিয়া ওঠে

লুদা মিয়া বাথরুম থেইকা হট এন্ড কোল্ড শাওয়ার কইরা বাইর হইলেন। এই খিরিষ্টান গুলার মাথায় এতো বুদ্ধি-- তিনি মনে মনে আবারো তারিফ করলেন। এই টাইলসের গীজার অলা বাথটাব অলা বাথরুমে ঢুকলেই উনি খিরিষ্টানগো তারিফ না কইরা থাকতে পারেন না।

© Modondeb
www.nilnirjon.com

বুরি গাভী তার জন্য নতুন সাদা পান্জাবী, সুরমা, আতর আর টুপি বাইর করলো। লুদা মিয়া অনেক সময় নিয়া সাজগোজ করলো। আয়নায় নিজেরে দেইখা নিজেই অবাক হইয়া গ্যালো। মনে পরলো সেই ১৮ ই ডিসেম্বরে মুক্তিরা ক্যমনে জ্যন খবর পাইছিলো সে গ্রামের কোনার হিন্দুগো রাইখা জাওয়া এক পুরান বাড়িত লুকাইছে। তারপরের কথা ভাইবা এতোদিন পরেও তার গায়ে কাপন ধরলো। কোমরে রশি বাইন্ধা তারে পুরা গ্রাম ঘুরানো হইলো। সে বাবাগো মাগো বইলা সবাইর পায়ে ধরতে গেলো। কিন্তু গ্রামের লোক জাইনা গ্যছে গোক্ষুর সাপের চরিত্র। জহির, রহমান, দেলোয়ার, সদরুল, আর বাকি সবাইর বাপ মা অরে তখনই মুক্তিগো কাছ থেইকা কাই ড়া নিতে চাইছিলো। কিন্তু কমান্ডার কইলো-- সবার সামনে পরের দিন ওর বিচার হবে। রাইতে ওরে গাছের লগে বাইন্ধা রাখা হইলো। কিন্তু সেই রাইতের বেলা একটা ভুল হইয়া গেলো। মুক্তিরা ওর পাহারা দেওনের জন্য একজন লোক রাখছিলো। তারা ভাবে নাই এখনো গ্রামে রাজাকার দরদী কেউ আইসা লুদা মিয়ারে উদ্ধার করবার পারে। ঠিক তাই হইলো। আরেক বাচ্চা রাজাকার আইসা পাহারাদারের ঘুমের সুজোগ নিয়া তারে ছারাইয়া নিয়া গ্যলো। এরপর বহুদিন তিনি গর্ত আর খানা খন্দে লুকাইয়া ছিলেন। কিন্তু সুদিন আসিতে বেশী দেরী হইলো না। কোনো এক সময় তিনি দেশের অন্য এলাকায় গিয়া লালসালুর মজিদের ষ্টাইলে জাকাইয়া বসিলেন।

এরপর দ্যশের লোক সবই প্রায় ভুলিয়া গ্যলো। পুরনো কাসুন্দি কেউ ঘাটতে চাইলো না। সকলে ভবিলো এইসব গন্ডগোল মনে রাইখা লাভ নাই। খামাকা দেশে বিভেদ বানাইয়া লাভ নাই। এই সুজোগে টুপি দাড়ির মুখোশে উনি জাকিয়া বসিলেন। দেশের সবচাইতে বড় ধর্মটার একমাত্র এজেন্ট জেই দলটি .. তাহাদের সাথে নিজের পুরান দোস্তী পুরাদমে চালু করিলেন।

একটা জিনিসে তিনি বরাবর ভালো ছিলেন.... সেইটা হইলো চাপাবাজী কইরা পাবলিকরে ভুল বুঝানো। এই বিদ্যা তাহার ব্যপক কাজে লাগিলো। এই বিদ্যা তাহার এখনো কাজে লাগে নইলে ৩০ বছর পরে ঐ গ্রামে তিনি হেলিকপ্টার নিয়া গ্যলেন কি করিয়া? গ্রাম ভাঙিয়া জনগন আসিলো তাহাদের পরানের লুদা রাজাকাররে এক নজর দেখিবার জন্য।

সেই জনগনের মধ্যে আমাদের জহির, রহমান, দেলোয়ার, সদরুল- এদের মায়েরাও ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই লুদা রাজাকার বিশাল জনসভায় ভাষন দিয়ে আবার হেলিকপ্টারে করে চলে গেলো। ডিসি সাহেব তার বাড়ীতে অতিথিদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু লুদা রাজাকার সময়ের অভাবে না খেয়ে চলে গেলো তবে কথা দিয়ে গেলো পরেরবার সে নিশ্চই খেয়ে যাবে।

© Modondeb
www.nilnirjon.com

রাতে ঘুম থেইকা উঠিয়া লুদা মিয়া প্রায় সবসময় পাকের ঘরে উকি মারেন। এতোদিন মেকেটিকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিয়া শক্ত লিঙ্গ নিয়া ঘুমাইতে যাইতেন..তবে আজ তাহার খয়েশ পুরা হইবার দিন। তাহাকে ফাকি দিয়া মেয়েটি যখন আবারো সকালবেলা পালাইয়া গেলো তখনই তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে আঙুল বাকাই করিতে হইবে। রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন নিঃশ্বসের তালে তালে কচি মাইটা উঠানামা করিতেছে। আধময়লা কামিজ মেয়েটার হাটুর অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে..এমনকি উনি পাজামার ফিতাও দেখিতে পাইলেন। তিনি কামিজটা একটু উপরে তুলিয়া ফিতাটা আস্তে করিয়া খুলিলেন। কিন্তু এতে মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়া গ্যলো... জোরপূর্বক নারীগমন তাহার অনেক পুরানো অভ্যাস ..তাই এখনো কোন সমস্যা দেখিলেন না। তিনি জানেন মেয়েটি চিৎকারের চেষ্টা করিবে ।মেয়েটা চ্যচাইবার চাইছিলো কিন্তু শক্ত করিয়া মুখ চাপিয়া ধরায় শুধু গোঙানী ছাড়া আর কিছুই তাহাকে শুনিতে হইলো না।চোখ বন্ধ করিয়া তিনি দিলেন এক জাতা। এই কাজে তিনি বড় তৃপ্তি পান। তারপর আবার অনেক পুরনো অভ্যাস, তাই তিনি একমনে কাম করিতে লাগিলেন... আগের ছেমরি চইলা গ্যছে প্রায় পাচ মাস হইছে... বহুদিন পর কচি মালের টেষ্ট পাইয়া লুদা রাজাকার একেবারে মাতাল হইয়া গেলেন... ভাবিতে লাগিলেন যৌবনের সেই দিন গুলার কথা যখন তিনি কোপাইতে কোপাইতে আর কুল পাইতেন না। গ্রামের জে দালানের মধ্যে পাকিরা তাহাদের *খোয়াড় গড়িয়া ছিলো... ওইখানের এক রুমে ছিলো তাহাদের হারেম। মেজর নাফরমান আলীর সেবায় লাগার পর সবকিছুই তাহারা শিয়ালের ন্যয় ভাগজোগ করিয়া খাইতো। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছেন মুক্তিরা যখন রুমের ভেতরে ঢোকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর... তারা দেখতে পায় পনের ষোলটা মেয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে কাদছে। উনি ইহা শুনিয়া আবারো সুখ পাইয়াছিলেন।

মেয়েটাকে বিদ্ধস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে লুদা মিয়া তার বিবি গাভীনের পাশে এসে শুয়ে পড়লো। আগামীকাল বিশাল মহাসমাবেশ পল্টন ময়দানে .. তাই বেশী রাত করে ঘুমালে টিভি পর্দায় হয়তো চোউখের নিচে কালো দাগ দেখা জাইবে!

*লেখকের বক্তব্য: এই গল্প একেবারেই মহা কাল্পনিক! জিবিতো কিংবা মৃত কাহারো সাথে কোনো চরিত্রের মিল খাইলে লেখকের কিছুই করনের নাই, লেখক সেই ক্ষেত্রে মহা শরমিন্দা ! আরেকটু কথা না বললেই না, গালগাল পড়ে কেউ কোনোভাবে ভুল ভাববেন না—সব ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।*

{{{{*খোয়াড়- শূকর জাতীয় প্রানী থাকিবার স্থান}}}}

WWW.NILNIRJON.COM